২৪-০৩-১৭ প্রাত:-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার থেকে তোমরা সুমত পেয়েছ, তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। তাই তোমাদের কর্তব্য হল এই সুবুদ্ধির দ্বারা সবাইকে সহযোগ দেওয়া ।"

প্রশ্ন :- এই সঙ্গমযুগে বাচ্চারা, তোমাদের ভিতর কোন্ আশা উৎপন্ন হয় যা বাবা পূরণ করে থাকেন?

উত্তর :- এই সঙ্গমযুগে বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে স্বর্গে যাওয়ার আশা উত্পন্ন হয় । আগে কখনো এই কথা ভাবোনি যে আমরা স্বর্গে যাবো। এখন তোমাদের মধ্যে এই নতুন আশা উত্পন্ন হয়েছে । এই আশা একমাত্র বাবা-ই পূরণ করে থাকেন, আর এই আশা পূরণ হলে আর অন্য কোনো আশা থাকে না । এই গায়নও আছে যে দেবতাদের সম্পত্তিতে অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই ।

গীত :- অবশেষে সেই দিন আজ এল .....

ওম্ শান্তি । সব ভক্তদের জন্যই কোনো না কোনো দিন আসতে হবে । সবাই ভগবানকেই স্মরণ করে । বাকি সবাই হল সীতা, তারা সবাই ভক্তি করে, সকলেই দুঃখী । বাবাকে স্মরণ করতে করতে অবশেষে সেই দিন আসে, যখন বাবা এসে হাত ধরেন । বাবাকে কান্ডারী , মালী বা পতিত - পাবনও বলা হয় । এখন বাচ্চারা জানে আমরা একজনেরই হাত ধরেছি । আমরা এখন নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়েছি । বাবা তাঁর বাচ্চাদের নিজের পরিচয় দিয়ে আপন করে নিয়েছেন এই বর্সা বা সম্পত্তি দেবার জন্য । বাবার থেকেই তো বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া যায় । এখন এই শিববাবা হলেন বেহদের বাবা , পরমপিতা , তাই সমস্ত বাচ্চারা যারা ভক্ত তারা সকলেই তাঁকে স্মরণ করেন । কিন্তু এইসব কথা ভক্তরা বোঝে না । তারা কতো ধুমধাম করে বাজনা বাজিয়ে তীর্থে যায় । কুম্ভের মেলা হয় সেখানে বেদ শাস্ত্রও পাঠ হয় । এ সবই হল ভক্তিমার্গের সামগ্রী, তাই মানুষ ভগবানকে স্মরণ করে যে তিনি এসে আমাদের এই দুর্গতি থেকে উদ্ধার করবেন । মানুষ ডাকতে থাকে কিন্তু বাবাকে তারা চেনে না, আবার যারা বাবাকে সঠিক জানে না তারা এখনও বাবার সন্তান হয়ে উঠতে পারে নি । বাবাকে না জানার কারণে বা নাস্তিক হওয়ার কারণে জীবন দুঃখ আর দুঃখতে ভরে গেছে । বাবার সন্তান হতে পারলে তোমাদের জীবনে সুখই সুখ হবে । শিববাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা । সেই স্বর্গে তো সবাই যেতে পারবে না । সীমিত সংখ্যায় লোকই আসবে বাবার থেকে এই বর্সা বা সম্পত্তি নিতে । বাকি সব ধর্মের লোক বাবার থেকে মুক্তির বর্সা নিতে আসে । সবাইকে বাবার থেকেই নিতে হবে ।

বাবা বলেন যে এখন আমি তোমাদের অতি সহজ কথা বুঝিয়ে বলি । এখন তোমরা এই বাবাকে স্মরণ করো , আর এই কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন যে ৫ হাজার বছর আগে তোমরা এমন ভাবেই বাবার সাথে মিলিত হয়েছিলে । আবার প্রতি ৫ হাজার বছর বাদেও এইভাবে মিলতে থাকবে । তোমাদের জন্য এ হল পুরানো কথা । কল্প কল্প তোমরা এই রাজ্য হারাও আবার ফিরেও পাও । এই ৮৪ জন্ম তোমারই গ্রহণ করো । আর এ হল তোমাদের অনেক জন্মের শেষ জন্ম । তোমরা এই কথা বুঝতে পারো যে আমরা প্রথমে ক্ষীরসাগরে ছিলাম তারপর এসে এই বিষয়সাগরে বন্দী হয়েছি । ক্ষীর সাগর বা বিষয় সাগর বলে কিছু হয় না । তোমরা একদিন পবিত্র ছিলে তারপর মায়া রাবণ

তোমাদের পতিত বানিয়েছে এখন শিববাবা আবার তোমাদের পবিত্র বানাতে এসেছেন । গানেও ওই কথা বলা হয় , অবশেষে ওই দিন এলো আজ । ভক্তিমার্গে তোমাদের এমন আশা ছিল না যে আমরা স্বর্গের মালিক হবো । এই কথা তো বুদ্ধিতেই ছিল না । এই ব্রহ্মা বাবাও অনেক গীতা পড়তেন এবং শুনতেন । কিন্তু এই আশাই ছিল না যে আমি রাজযোগ শিখে নর থেকে নারায়ণ হবো। তাই বাবা হঠাত্ই একদিন এঁনার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন । বাবা বলেন যে আমি এখন তোমাদের সেই স্বর্গের আশা পূরণ করতে এসেছি । এখন স্বর্গে যাওয়ার আশা বুদ্ধিতে ধারণ করো । এই স্বর্গের রচয়িতা হলেন শিববাবা । তিনি অনেক সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন । কাম মহাশত্রু এইকথা সন্ন্যাসীরাও বলে, তাই তারা গৃহ ত্যাগ করে । এ হল একজন দুজনের কথা । তাদের নিবৃত্তি মার্গের কথা এই সৃষ্টি নাটকেই আছে । তারাও তো আসলে ভক্ত । তারা গড ফাদার বলে কিন্তু তিনি কে -- এই কথা কেউ জানে না । আবার বলে ভজ রাধে গোবিন্দ ....কিন্তু কাকে ভজনা করবে ? কৃষ্ণের নাম গোবিন্দ রেখে দিয়েছে । যা শুনেছে তাই রেখে দিয়েছে , গোবিন্দ কাকে বলবে ? গাভীকে চড়ানো, মুরলী শোনানো একমাত্র বাবাই করে থাকেন । এ হল মনুষ্য রূপী গরুর কথা । আগে তোমরাও কিছু বুঝতে না । এখন বাবা এসে সু-মত দিচ্ছেন । মায়া রাবণ তোমাদের কুমত দেয় । কিন্তু বাবা এসে সুমত দেন । সুমত হল শিববাবার আর কুমত হল রাবণের । সুমত হল শ্রীমত আর কুমত হল মিথ্যা মত । এখন তোমরা এই কনট্রাস্টকে জানো । তোমরা জানো যে আমরা মিথ্যা মতে ছিলাম , আমাদের স্বর্গের আশাও ছিল না । এখন বাবা এসে তোমাদের সেই আশা জাগিয়ে তুলেছেন । সেই স্বর্গে কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু থাকে না যার জন্য তোমাদের মাথা খুঁটতে হবে । এখন তোমাদের সবার মনে নতুন আশা । যদিও তোমরা পুরুষার্থ নম্বর অনুসারে করো । বাবা তো তোমাদের এক নম্বর মত দিয়ে থাকেন । বলা হয় যে এ তো এমন যে স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি নেমে এসে বলেন তবুও তাঁর মতও নেবে না(একমাত্র শিববাবার মত ছাড়া) । এই মহিমা হল পরের দিকের । তোমাদের মহিমার গায়ন পরে হবে । যখন তোমরা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন বাহ্ বাহ্ ধ্বনি বেরোবে । এখন তো তোমরা উঠতে আর নামতে থাকো । এই ক্ষণে খুশীতে নাচতে থাকো আবার পরক্ষণেই মৃতপ্রায় হয়ে যাও । মায়া বিভিন্ন ভাবে তোমাদের ধাক্কা দেয় । কোথাও না কোথাও এমন দ্বিধায় ফেলে দেয় যে শ্রীমত ছেড়ে রাবণের মতে চলতে থাকে তারপর দুঃখে চিত্কার করতে থাকে ।

বাবা বলেন তোমরা প্রতি পদে সাবধানে চলো । শ্রীমতে চললেই তোমাদের কল্যাণ হবে । তোমাদের ভেতর বাবাই এই আশা প্রকট করেছেন যে বাবার শ্রীমতে চললেই তোমরা লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো হতে পারবে । যেমন এই ব্রহ্মা এমন হয়েছেন তেমনই তোমরাও এমন হতে পারবে । এই কথা ভুলো না । কিন্তু এই মায়া এমনই যে শ্রীমতে চলার সুযোগই দেয় না । কোথাও না কোথাও ভুল কাজ করিয়ে দেয় । ভুল কাজ করে আবার বাবাকে এসে বলবে ,বাবা আমি এই কাজ করে ফেলেছি । সময়ই পাইনি যে তোমার রায় নেব । এখন আর কি করা যাবে, মায়া তোমাদের থাপ্পড় মেরেছে , এতে বাবা আর কি করবেন ! প্রতি পদে পদে তোমাদের অনেক সাবধানে থাকার প্রয়োজন । সন্ন্যাসীরা কখনোই বলবে না যে -- স্ত্রী পুরুষ একসাথে থেকে পবিত্র থাকতে পারে , এতে অনেক যুক্তির দরকার । নিজেদের ব্রহ্মাকুমার , কুমারী বলা, এতে অনেক যুক্তির দরকার । তোমরা বাচ্চারা ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী হলে বলা হয় যে কুলে কোনো কলঙ্ক যেন লাগিল না । ভাই - বোনের সম্পর্ক কখনো উল্টো হয় না । ভাই - বোন নিজেদের মধ্যে বিয়ে করা নীতি বিরুদ্ধ(নিয়ম নেই) । এখানে তো সবাই ভাই - বোন হয়ে যায় । এর ওপর দুনিয়ার লোক হাসে যে এ কোথাকার নিয়ম । এ তো নতুন কথা । এমন রায় কখনোই কেউ দেয় না । কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে তাহলে তো তোমরা

বি. কে রা তো সবাই ভাই – বোন হয়ে গেলে। এই কথা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। কেননা সকলেরই বুদ্ধির তালা বন্ধ । কারোর যদি পাথর তুল্য বুদ্ধি হয় তাহলে তার তালা তোমাদের খুলতে হবে । অনেক অনেক সেন্টার আছে সেখানে সবাই নিজেদের ব্রহ্মাকুমার, কুমারী বলে – তাহলে তো ভাই বোনই হল তাই না । তারা কোনো দোষ করে এ অসম্ভব । এ হল ঈশ্বরের নতুন রচনা । দুনিয়ার লোক বলে – গীতায় তো এমন কথা কখনো শুনিনি । বাবা বলেন যে এ তো আমি তোমাদের শেখাই , তারপর না থাকবে শিববাবা আর না থাকবে এই বি কে । এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে । তারপর তোমরা আর কোথায় শুনতে পাবে ? এখন আমি শিববাবা তোমাদের এই রাজযোগ শেখাচ্ছি । এরপর যখন এই রাজধানীর স্থাপন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন এইসবই শেষ হয়ে যাবে । পাণ্ডবরা রাজধানী স্থাপন করেছিল । এও শাস্ত্রে নেই । দেবতারা তো পবিত্র দুনিয়ার মালিক ছিলেন । আর দৈত্যরা হল পতিত দুনিয়ার মালিক । তাহলে এদের নিজেদের মধ্যে একই সময়ে লড়াই কি করে লাগবে ? স্বর্গ থেকে নরকে লড়াই কি করে করবে ! আচ্ছা , অসুর আর দেবতাদের লড়াই কি করে হয়েছিল ? অবশ্যই এই সঙ্গমেই হওয়া উচিত । ওরা সৈন্য সামন্ত এনে লড়াই করবে এমন তো হয়ই না । যেখানে অসুর থাকে সেখানে দেবতারা কেউই থাকে না । তাহলে লড়াই কি করে লাগবে ! কৌরব আর পাণ্ডবদের লড়াইও লাগতে পারে না । যারা শ্রীমতে চলে তারা কিভাবে কাউকে লড়াই করাবে । লড়াই তো মানুষ করে । বাবা লড়াই করার বা জুয়া খেলার অনুমতি দেন না । *পাণ্ডবরা কি এমনই মূর্খ ছিল যে জুয়া খেলবে বা নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে* ।

বাবা বুঝিয়েছেন , এ হলো বাবার রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । অবলা নারীদের ওপর অনেক অত্যাচার হয় । বিকাররূপী বিষের জন্য তারা কতো অত্যাচারিত হয় । সবাইকে বলো যে কাম হল মহাশত্রু, একে জয় করতে পারলে তোমরা স্বর্গে আসতে পারবে । এমনভাবে বোঝালে অনেকেই জয় করতে পারে । তারপর তাদেরই দেবী বলে পুজো করা হয় । সাহায্যও মিলে থাকে । মানুষ তো এইকথা শুনেই ভয় পেয়ে যায় যে স্ত্রী – পুরুষ একসাথে থেকে পবিত্র থাকে এ তো সম্ভব নয় । তারা বলে এ নিশ্চই কোনো জাদু । এমন সত্সঙ্গে কখনো যেও না । শুরুতে যখন মেয়েরা এখানে আসতো তখন আসতে আসতে নাম হতে থাকে । যখন ভাট্টি হতো মেয়েরা সেখানে যেত । সংসারে আবদ্ধ মেয়েদের অনেক রায় মিলত । কিন্তু এতে অনেক উত্সাহের দরকার । গরীব তো ভাবে এতে কোনো ব্যাপার নেই , এই কারণে আমরা স্বর্গের রাজত্ব কেন হারাব । ঘরের লোক যদি ঘর থেকে বের করে দেয় , আমরা বাইরে গিয়ে বাসন মাঝে, ঝাড়ু দেব । বড় ঘরের মানুষরা তো এইভাবে ঘর ছাড়তে পারে না । শুরুতে তো মেয়েদেরই পার্ট ছিল । গরীবদের জন্য এ অনেক সহজ । বাবা বলেন যে বাবার কাছে এলে প্রথমে ঝাড়ুও দিতে হবে , সব কাজও করতে হবে । মায়ার ঝড়ও অনেক জোরে আসবে । বাচ্চাদের কথা স্মরণে আসবে তাই অনেক সাবধান থাকার প্রয়োজন । প্রথমে নষ্টমোহা (মোহ নাশ হওয়া) তবে তো কথা । শিববাবাকে তো মত দিতেই হবে । এই জ্ঞান তো তোমরা পেয়েছো , কাপড় যেমনই পড় কোনো সমস্যা নেই , শিববাবা তোমাদের চোখের মণি করে স্বর্গে নিয়ে যাবেন । সাজনের পিছনে যখন সজনী যায় তখন কলসীর ভিতরে বাতি জ্বালানো হয় । বাবা আসেনই সবাইকে ফুল বানিয়ে নিয়ে যেতে । সবাই একদিন পবিত্র হয়ে যাবে । পাপের বোঝা মাথার ওপর থাকলে অন্তিম সময়ে তাকে তো শোধ করেই যেতে হবে, এই কারণেই তোমরা বাবার স্মরণে থাকার জন্য এত পরিশ্রম করো , আর যারা তা করে না তারা কি সহজেই মুক্তিতে যাবে ? শেষ সময় খুব সাজা খেয়ে তারপর মুক্তিধামে যাবে । আত্মার স্বধর্ম হলো মৌন থাকা । আমরা সবাই অশরীরী হয়েই বসি । এই কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে তখন কাজ করি না , চুপ করে অশরীরী হয়েই বসি । কিন্তু কতক্ষণ ?

অবশেষে কর্ম তো করতেই হবে । সাধু - সন্ত ইত্যাদির কেউই এই কথা জানে না যে আত্মার স্বধর্ম হলো মৌনতা । সন্ন্যাসীরা শান্তির খোঁজ করে । বাবা বলেন যে শান্তি তো তোমাদের গলার হার । তাহলে আমরা জঙ্গলে কেন যাবো ! আমরা হলাম কর্মযোগী । বাবা বলেন যে তোমরা আমাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । এখন তোমরা স্বর্গকে স্মরণ করো , ৬৩ জন্ম ভক্তির অব্যবস্থা তোমাদের বিভ্রান্ত করে দিয়েছে , এখন তোমাদের সেইসব হাঙ্গামা থেকে আমি ছাড়িয়ে দিয়েছি ।

এখন বাবার নির্দেশ হল, তোমরা এখন অশরীরী হও। কেননা তোমাদের আমার কাছে আসতে হবে তারপর আমি তোমাদের স্বর্গে পাঠাবো । এতে হাঙ্গামার কোনো ব্যাপার নেই । ভক্তিমার্গে তোমরা অনেক ধাক্কা খেয়েছ, সে তো আবার খেতে হবে । সবাইকে পুনর্জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান তো হতেই হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রতি পদে খুব সাবধানে চলতে হবে । শ্রীমতে কোনো দ্বিধা রাখলে চলবে না । কখনো এই কুলে কলঙ্ক লাগানো চলবে না ।

২) বাবার কাছে যাওয়ার জন্য পুরানো সব হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে । অশরীরী হওয়ার সম্পূর্ণ অভ্যাস করতে হবে ।

বরদান :- জ্ঞানের লাইট আর মাইটের দ্বারা আত্ম - অভিমানী থেকে স্মৃতি স্বরূপ হও ।

তোমাদের অনাদি রূপ হল নিরাকার জ্যোতি - স্বরূপ আত্মা আর আদি স্বরূপ হল দেব - আত্মা । এই দুই স্বরূপ তখনই স্মৃতিতে থাকবে যখন এই জ্ঞানের লাইট আর মাইটের আধারে আত্ম - অভিমানী স্থিতিতে থাকার অভ্যাস হবে । ব্রাহ্মণ হওয়ার অর্থ হল জ্ঞানের লাইট আর মাইটের স্মৃতি স্বরূপ হওয়া । যারা স্মৃতি - স্বরূপ হতে পারে , তারা নিজেও সন্তুষ্ট থাকতে পারে আর অন্যকেও সন্তুষ্ট করতে পারে ।

স্লোগান :- সাধারণত্বের মধ্যে মহানত্বের অনুভব করা অর্থাৎ মহান আত্মা হওয়া ।